FEB. 12 200[illegible]
তারিখ ... ...
পৃঃ ১৩ কলাম ৩.

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রাসঙ্গিক দুর্ভাবনা

প্রফেসর ডঃ এম. উমার আলী

'সর্ব অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেই কোথা'? প্রবাদ বাক্যটি সম্ভবত আমাদের সামাজিক অবক্ষয়জনিত, পীড়াগ্রস্ত, জরাজীর্ণ সমাজের বিচলিত বিদগ্ধ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি আক্ষেপ করে বলে থাকতে পারেন। একথাও হয়তোবা কতকটা সত্য যে, 'যার নাই কোন গতি সেই করে আজকাল পণ্ডিতী'। প্রশাসনিক অন্য যে কোন ক্ষেত্রে চাকুরীর যে মোহ বা চার্ম তা এখন আর শিক্ষকতার মাঝে নেই। তাই করিৎকর্মা কেউ আর এ পেশায় থেকে নিজেকে পচাতে চায় না। অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দের বেতনের সাথে তুলনা প্রসঙ্গে একজন বিদগ্ধ বক্তা ও শিক্ষক নেতা এক বক্তৃতায় বলেছিলেন 'একজন এসডিও-এর বেতনের সাথে কিভাবে আপনি একজন শিক্ষকের বেতন তুলনা করেন? আমাকে এসডিও পদে নিয়োগ দেয়া হলে আমার কোন সরকারী বেতন প্রয়োজন হতো না বরং আমিই নিজ প্রয়োজন মিটানোর সাথে সাথে সরকারকে মাসে মাসে প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করে দিতাম।'

আজ কোন অফিসেই যেন উপরি প্রদান ছাড়া নরম্যাল প্রক্রিয়ায় কোন কাজ হয় না। সামান্য জমি খারিজ করা থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর পূর্বে পেনশনের টাকাপ্রাপ্তি সর্বক্ষেত্রেই কাজে বিচিত্র ভোগান্তি পোহাতে হয়। দু'মিনিটে একটি প্রেসক্রিপশন দিয়ে একজন ডাক্তার অন্যূন দু'শ' টাকা আদায় করে। একটি ফোঁড়া কাটা, সারকামসিজন কিংবা অ্যানেসথেসিয়া দেয়া হলে রেট উঠে হাজার টাকায়। আর একটা পেট চিরার সুযোগ পেলে সেই সার্জন তখন কামিয়ে নেয় কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা। বেচারী মাস্টার ছোট্ট একটি বাড়ীর প্ল্যান করতে গেলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে সেই সামান্য নক্সার জন্য দিতে হয় ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। মাস্টার সাহেব তাই হয়তোবা প্রয়োজনের তাগিদে তখন প্রাইভেট পড়ান। এ সমাজে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততিদেরও তো কিছুটা আমোদ-আহলাদের প্রয়োজন হয়। একজন রাজনীতিবিদ একবার ক্ষমতাসীন হবার সুযোগ পেলেই চান্সমত নাকি কয়েকশ' কোটি টাকা কামিয়ে নিতে পারেন।

শিক্ষা যখন অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ন্যায় ব্যবসার পণ্য হিসেবে মুক্তবাজারে কেনা-বেচা চলে তখন এর মানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন এসে পড়ে। তখন খরচের প্রতিযোগিতা করে যে সমস্ত গার্জিয়ানরা স্বীয় সন্তানদের মানের শিক্ষা প্রদানে তৎপর হন, তাদের সাথে ৭০% ভাগ শিক্ষার্থীরা তাল সামলিয়ে চলতে পারে না। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এটা অন্যতম একটা কারণ হতে পারে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সর্বসাধারণের দোরগোড়ায় শিক্ষা পৌছানোর সস্তা শ্লোগান উঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন জায়গায় রাতারাতি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠে। অবশ্য এসবের উদ্যোক্তা হিসেবে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোটা অংকের চাঁদার বিনিময়ে শিক্ষকেরা নিয়োগ পেয়ে থাকেন। স্বাভাবিক কারণেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসন যে কোনভাবে এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ করতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। সহজে (না পড়েই) পাস করার সুযোগ পাবার আশায় প্রচুর পমিরাণে ছাত্র-ছাত্রী এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য দূর-দূরান্ত এমনকি শহর এলাকা থেকে, সরকারী স্কুল-কলেজ ছেড়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ভিড় জমায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনৈতিক এবং নিয়ম-শৃংখলা বিরোধী কাজে নিরুৎসাহ প্রদান করা সুস্থ বিবেকবানদের দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবার সুযোগ ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। বাইরের পরিবেশের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রকে সমানে কলুষিত করার কাজে পারঙ্গম ব্যক্তিদের শিক্ষকদের মাঝে করিৎকর্মা ভেবে তাদেরকে প্রশাসনের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা ও শিক্ষকদের নেতৃত্বে স্থান করে দিতে হয়। এভাবে অনিয়ম, বিশৃংখলা ও দুর্নীতিতে শিক্ষকবৃন্দকে ক্রমশ জড়ানো হয়েছে ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কিছু উপায়-উপার্জনের স্বার্থে এবং নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশকে সহজে সার্টিফিকেট পাইয়ে দেয়ার স্বার্থে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকতার মহানব্রত নিয়ে আদর্শের কিংবা নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষকদের প্রভাব ক্রমশ ক্ষুণ্ন হতে থাকে। বরং উপরোক্ত করিৎকর্মা চরিত্র অর্জন করার প্রবণতা সাধারণ শিক্ষকদের মাঝেও ক্রমশ বর্ধিত হারে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষকবৃন্দ তখন জাতি গড়ার কারিগর হিসেবে প্রয়োজনীয় কাজে ব্রতী হওয়ার তুলনায় নিজেদের বৈষয়িক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মাঝে সহজে অগ্রগামী হওয়ার পথ তালাশ করতে থাকে। পারিপার্শ্বিক সমাজের অন্যদের অনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তিকে নৈতিক উপায়ে প্রতিরোধ করার মত শক্তি সাধারণ শিক্ষকবৃন্দ হারিয়ে ফেলেন। তাঁরাও তখন সম্ভাব্য যে কোন সহজ উপায়ে স্বীয় বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষ্যকে জাতি গড়ার ঊর্ধ্বে প্রায়োরিটি দিতে থাকেন। এই ব্যাধি ক্রমশ শিক্ষার সকল স্তর ও শিক্ষা প্রশাসনের মাঝে বিস্তার লাভ করে। দেশের বড় বড় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, লাইব্রেরী এবং বিভিন্ন বিভাগসমূহে সংঘটিত এমন বহুবিধ দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের জন্য হাজার হাজার ওয়ার্কিং আওয়ার ও ম্যান পাওয়ার নষ্ট করা হয়েছে। এসব অঘটন ঘটেছে শুধুমাত্র কিছু শিক্ষক ও শিক্ষিত লোকের সহজে অল্প সময়ে প্রাচুর্য অর্জনের কিংবা বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টার জন্যই। এই তো ক'দিন আগেও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের রেজাল্ট দুর্নীতির একটি ঘটনা প্রকাশ পেল। ব্যাপকহারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত না হলে শিক্ষিতের হার হয়তো এতটা বেশী এত সহজে বৃদ্ধি পেত না। দেশে শিক্ষিত বেকার যুবকদের এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ হতো না। কিন্তু আমরা কি এ প্রক্রিয়ায় সুশিক্ষিত নাগরিক বৃদ্ধি করতে আদৌ সক্ষম হয়েছি? অদূর ভবিষ্যতে সুশিক্ষিত নাগরিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে অদৌ কি কোন শিক্ষানীতি আমরা পেতে পারি?

প্রশ্ন আসতে পারে যে, জাতির নেতৃত্বে অসৎ লোকদের ওপর ন্যস্ত, যে রাজনীতিবিদরা বিরোধী দলে থাকলে দেশকে ফুল বাগিচা বানানোর কথা বলে অথচ 'লঙ্কায় গিয়ে রাবন সাজে', এহেন দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্ব সরকার, দেশ ও জাতিকে কলুষিত করতে থাকবে তারপরও কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কলুষমুক্ত হতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে সুশিক্ষিত আদর্শ নাগরিক ও সৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার কারখানা, এখানে উৎপাদন যদি ক্রটিযুক্ত হয় (যা বর্তমানে বিরাজমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিপুলহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে) তবে দেশে দুর্নীতি হটিয়ে কারা এখানে সুনীতি লালনের জন্য ব্রতী হবে? মানুষ গড়ার কারখানা থেকে সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে। জাতির খেদমতের জন্য এসব উন্নত মানের কর্মী যথাযথ ক্ষেত্রে নিয়োজিত হবে। বাস্তবক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবোচিত গুণাবলীতে সমৃদ্ধি জনশক্তি প্রয়োজনানুপাত অতি নগণ্য সংখ্যায় জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম হচ্ছে। দেশপ্রেমিক, নিঃস্বার্থ এবং ডেভোটেড শিক্ষকবৃন্দই একমাত্র নৈতিকতা সমৃদ্ধ শিক্ষিত জনশক্তি জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম।

ইতিপূর্বে এক এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, ৬২টি কলেজে কোন পাস নেই; ৫৮১টি কলেজে পাস ২০%; ৭৩৩টি কলেজে পাস ২০-৪০%। অনেকে বলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন পাবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। কিন্তু তাদের পাসের জন্য পড়ালেখা করতে হয় বিভিন্ন প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে। কাজেই যেসব কলেজ থেকে ইতিবাচক পাসের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তার অধিকাংশ কৃতিত্ব হয়তোবা সংশ্লিষ্ট কোচিং সেন্টারগুলোর ভাগে পড়বে। প্রতিষ্ঠানের পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে একজন মেধাবী ছাত্রও যেন আজকাল স্বাবলম্বী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারছে না- যদি না সে কোন প্রাইভেট নার্সিং আলাদাভাবে গ্রহণ করে। বিষয়গুলো জাতিকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলে।

এসএসসি, এইচএসসি-এর পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তকসমূহের মান সাম্প্রতিককালে কিছুটা উন্নত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সকল জেলায় এক বা একাধিক সম্মান ও মাস্টার্স টিচিং কলেজে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। এস ক্ষেত্রেও সিলেবাস আধুনিক মানের করা হয়েছে। কি যাঁরা ঐসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানরত অবস্থায় আছে তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্য কি তেমন কোন উপযু পরিকল্পনা শিক্ষা বিভাগের রয়েছে? যথাযথ ইনভেস্টমে ছাড়াই কি কখনও উন্নতমানের উৎপাদন সম্ভব?

উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় অনেকের নিক ধাঁধার মত মনে হয়। এসএসসি, এইচএসসি উভয় ক্ষে খুব উন্নতমানের ফলাফলের অধিকারী অনেকে বিভি প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানসমূ দখল করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। কিন্তু এদে অধিকাংশের বেলায় পরবর্তীতে একাডেমি পারফরমেন্সে এমন অধঃগতি পরিলক্ষিত হয় যা স্বাভাবিক কোন ব্যাখ্যা নেই। প্রতিষ্ঠানের কারণে শিক্ষকবৃন্দের কারণে নাকি তাদের ব্যক্তিগত কারণে এহেন মেধাবী শিক্ষার্থীদের অধঃপতন ঘটে তা ভাববা বিষয়। দেশে বিরাজমান প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি মানসম্প সুশিক্ষিত জনসম্পদ উৎপাদন করতে সক্ষম হতো তখ শিক্ষকবৃন্দ দেশের বা জাতির নিকট হয়তো এমন বোঝ বা লায়াবিলিটি বিবেচিত হতো না। শিক্ষকদের বেতনে জন্য তখন হয়তোবা এমন একটানা হরতাল করা প্রয়োজনও হতো না।

শিক্ষকবৃন্দ আজ সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত শ্রেণী। কে শোনে তাদের প্রয়োজন। কে মিটাবে আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিরাজমান বিচিত্র সমস্যা। সন্ত্রাসী ঘটনা, দলীয় কোন্দল, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বহুবিধ নিত্যনতুন খবর প্রায়ই সাধারণ জনগণকে উদ্বিগ্ন ও বেদিশা করে ফেলে। এর ভিতর দিয়ে যদি ক্ষমতাসীন দল বা গোষ্ঠী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সন্ত্রাস ও তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করে তখন শিক্ষকদের সেখানে নিরস্ত্র অবস্থায় অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া করার মত কি থাকে?

একটি সরকারী কলেজে এক প্রভাবশালী ছাত্রনেতার নকল ধরার কারণে ম্যাজিস্ট্রেটকে লাথি মারা হয়েছিল, বেচারী প্রিন্সিপাল তখন এর প্রতিক্রিয়া সামলাতে হিমশিম খান। মনে করেন নকল হয়ে হলেও যদি স্বাভাবিকভাবে (?) কলেজটা ঠিকমত চালানো যেত। সে বেচারীকে তো ঐ পরিবেশে বাস করতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের মত ছাত্রদের জব্দ করে তো তার সেখানে টিকার উপায় নেই। অন্য একটি সরকারী কলেজের হোস্টেল থেকে মাত্র ১ ঘন্টারও কম সময়ের নোটিশে সমস্ত আবাসিক ছাত্রদের ভ্যাকেট করার অর্ডার দিয়ে ঐ কলেজ ক্যাম্পাসকে পুলিশ ব্যারাক বানানো হয়েছিল। দুপুরে কয়েকশ' ছাত্রের খাবার পুরো প্রস্তুত হয়েছিল। প্রিন্সিপাল সাহেব এবং শিক্ষকবৃন্দ শত অনুরোধ জানিয়েও এ ছাত্রদের মুখের খাবার তাদের খাওয়ানোর মত সময় ভিক্ষা পাননি।

এহেন পরিস্থিতিতে নিম্নমানের ফলাফলের জন্য শুধু শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর একতরফাভাবে দোষ চাপানোর কি কোন সুযোগ আছে? এ সবকিছুই যেন কোন এক অদৃশ্য হাতের নাচের পুতুল। তারা যেমন চাচ্ছে দেশটা তেমনি চলছে।